একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
"ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রা" শীর্ষক প্রতিবেদন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন-প্রসূত একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখা। তথ্য-প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করে সব মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী এবং স্বল্প সময়ে স্বচ্ছতার সাথে দ্রুত সেবা প্রদান নিশ্চিত করাই ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল লক্ষ্য। একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৪ লক্ষ ৬৮ হাজার উপকারভোগী আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি সেবার আওতায় চলে এসেছে। প্রকল্পের সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীও আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনার সুযোগ পাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসহ নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছেঃ

প্রকল্পের ডাটা সেন্টার ও ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার স্থাপনঃ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে প্রকল্পের নিজস্ব ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে একটি এ্যাপ্লিকেশন সার্ভার ও দুটি ডাটাবেজ সার্ভার ও একটি ভিএমওয়্যার সার্ভারের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। একই সাথে তোপখানা রোড, ঢাকায় ডাটা রিকভারি সাইট তৈরি করা হয়েছে। যেখানে একটি ডাটাবেজ সার্ভার ও একটি এ্যাপ্লিকেশন সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের তৃতীয় সংশোধনীর কার্যক্রম শুরু হওয়ায় নতুন করে আরও বড় পরিসরে ডাটা সেন্টার ও ডিজাস্টার রিকভারি সাইট নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের সমিতি, উপকারভোগীদের আর্থিক লেনদেন এবং জনবলসহ প্রকল্পের সকল তথ্য সংরক্ষণের জন্য ডাটা সেন্টার ও ডিজাস্টার রিকভারী সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

উপকারভোগী ও সমিতির অনলাইন ডাটা সংরক্ষণঃ একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের অনলাইন ব্যাংকিং সিস্টেমের মাধ্যমে ৫৪ লক্ষ ৫৯ হাজার উপকারভোগী পরিবার ও ৯১ হাজার ৯২টি সমিতির ডাটা পর্যায়ক্রমে অনলাইন সার্ভারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক উপকারভোগী ও সমিতির জন্য একটি ডিজিটাল আইডি নম্বর প্রদান করা হয়েছে। উপকারভোগীদের আইডি নম্বরের বিপরীতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক তথ্যাদি ছাড়াও তাদের শিক্ষা, পারিবারিক সহায়-সম্পদ, পেশাগত তথ্যাদির ডাটা সার্ভারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। সমিতির আইডি নম্বরের বিপরীতে পুরুষ-মহিলা সদস্য, সঞ্চয়, সম্পদ, দায়সহ বিস্তারিত তথ্যাদি সংরক্ষণ করা হচ্ছে। সার্ভারে এ ডাটা সংরক্ষণের ফলে উপকারভোগী ও সমিতির তথ্যাদি সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। যে কোন ব্যক্তি যে কোন স্থান থেকে সমিতি ও উপকারভোগীদের সাথে সংযোগ রক্ষা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের ওয়েবসাইট ও ই-মেইল ব্যবহারঃ একটি একটি খামার প্রকল্পের একটি ওয়েবসাইট রয়েছে (www.ebek-rdcd.gov.bd)। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকল্পের সকল আদেশ, নির্দেশ, সার্কুলার ইত্যাদি প্রকাশ করা হচ্ছে। প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারী, প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে ওয়েবসাইট ব্যবহার করে প্রকল্পের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারছে। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারছে। মার্চ,২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ওয়েবসাইটে ৮২ লক্ষ ৮৫ হাজার বার লগইন করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়, জেলা কার্যালয় ও উপজেলা কার্যালয়ে ই-মেইলের মাধ্যমে খুব দ্রুত ও সহজেই চিঠিপত্র ও অন্যান্য ডকুমেন্ট আদান প্রদান করা হয়।

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
"ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রা" শীর্ষক প্রতিবেদন

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের কর্পোরেট মোবাইল নেটওয়ার্কঃ একটি একটি খামার প্রকল্পের যোগাযোগকে সর্বস্তরে সহজ ও দ্রুত করার জন্য উপজেলা কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, সদর কার্যালয় ও মন্ত্রণালয়কে মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কের মধ্যে আনা হয়েছে। মোবাইল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দ্রুত ও নিশ্চিত যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে। প্রকল্পের যে কোন জরুরী আদেশ-নির্দেশ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার সাথে সাথে মোবাইল নেটওয়ার্কে এসএমএস প্রদান করে সংশ্লিষ্ট সকলকে মূহুর্তের মধ্যে অবহিত করা হচ্ছে। যাতে তারা ওয়েবসাইট থেকে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট/তথ্য ডাউনলোড করে সাথে সাথে আদেশ-নির্দেশ প্রতিপালন করতে পারে। এ পদ্ধতি প্রকল্পের অগ্রগতিতে অসাধারণ ভুমিকা রাখছে।

প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের দপ্তরে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি সৃজনঃ একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের দপ্তরগুলোর অনলাইন কানেক্টিভিটির জন্য ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট লাইন সংযোগ এবং মডেম করা হয়েছে। প্রকল্প অফিস ছাড়াও প্রকল্পের এ উদ্যোগের ফলে উপজেলা পরিষদের অন্যান্য অফিসও ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে।

ই-জিপির মাধ্যমে মালামাল ক্রয়ঃ সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুসারে প্রকল্পের মালামাল ই-জিপি'র মাধ্যমে ক্রয় করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ই-জিপি সিস্টেমের মাধ্যমে ০৬টি ই-টেন্ডার প্রকাশ করা হয়েছে। একইসাথে সকল টেন্ডারগুলোর সকল কার্যক্রম সফলভাবে সুসম্পন্ন করা হয়েছে।

ই-নথির ব্যবহারঃ প্রকল্পের কার্যক্রম স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে পরিচালনার জন্য ই-ফাইলিং সিস্টেম চালুর পদেক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ই-নিয়োগঃ প্রকল্পের জনবল নিয়োগের জন্য অনুমোদিত শূণ্য পদে প্রায় ১০ লক্ষ আবেদন অনলাইনে গ্রহণ, ওএমআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রণয়ন এবং মোবাইল এসএমএস সার্ভিসের মাধ্যমে প্রার্থীদের অবহিতকরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পন্ন স্বচ্চতার সাথে সম্পন্ন করা হয়েছে।

মোবাইল এ্যাপসঃ প্রকল্পের অনলাইন ব্যাংকিং সংক্রান্ত সকল তথ্য মোবাইল এ্যাপসের মাধ্যমে জানার সুযোগ রয়েছে। প্রকল্পের উপকারভোগীরা মোবইল এ্যাপসে বিনামূল্যে নিবন্ধন করতে পারে। এই এ্যাপসের মাধ্যমে তাঁরা অতি সহজেই তাঁদের সঞ্চয়, ঋণ গ্রহণ, ঋণের কিস্তি প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় আর্থিক লেনদেনের হিসাব সম্পর্কে জানতে পারেন।

মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহারঃ একটি বাড়ি একটি খামার কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে ভিডিও ডকুমেন্টেশন, নাটক, গান ইত্যাদি তৈরি করা হয়েছে। এ সকল ভিডিও মাঠ পর্যায়ে উপস্থাপন এবং উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহার করা হচ্ছে।